অন্তর সম্পন্ন করবার উপায় ' তৎক্ষণাৎ দান মহাপুণ্য '

আজ বাপদাদা সকালের প্রাতঃকালের বতনের(দেশের) বাপ-দাদা দুজনার রুহ-রিহানের কাহিনী চিত্র সহ শোনাচ্ছেন । কাহিনী শুনতে সবারই ভালো লাগে তাই না ! তাহলে আজকের কাহিনী কি ছিল ? ব্রহ্মাবাবা দেশের(বতনের) বাগানে বেড়াতে গেছিলেন । বেড়ানোর সময় সামনে কে ছিলেন ? বাবার সম্মুখে সদা কে থাকেন ? এই কথা সবাই ভাল করে জানো তো তাই না ? বাবা বাচ্চাদের মালা স্মরণ করছেন। কোন্ মালা ? গুণের মালা। তো ব্রহ্মাবাবা গুণের মালা স্মরণ করছিলেন । শিববাবা , ব্রহ্মাবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন - "কি স্মরণ করছ ?" ব্রহ্মাবাবা বলেন - " যা আপনার কাজ তাই আমার কাজ " , বাচ্চাদের গুণমালা দেখছিলাম । শিববাবা জিজ্ঞাসা করেন - কি কি দেখলে? কি কি দেখে থাকতে পারে ? কোনো বাচ্চার শুধু নেকলেসের মতন মালা দেখলেন আর কোনো বাচ্চার লম্বা মালা পায়ে লুটিয়ে পড়ছে । কোনো বাচ্চার সীতাহারের মতন অনেক লড়ির মালা ছিল। কোনো বাচ্চাদের এত মালা ছিল যেন মালাই তাদের ড্রেস হয়ে গিয়েছিল ।

ব্রহ্মাবাবা ভ্যারাইটি গুণের মালায় সেজে থাকা বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। তোমরা প্রত্যেকে নিজের গুণমালার বিষয়ে জান কি ? কত সেজে রয়েছ, নিজের এই চিত্র দেখছ কি ? ব্রহ্মাবাবা চিত্র রেখাকার হয়ে চিত্র আঁকছেন অর্থাৎ চিত্রে ভাগ্যের রেখা টানছিলেন। তুমি নিজেও নিজের চিত্র অর্থাৎ নিজ ভাগ্যের ছবি তুলতে পারো কি ? ফটো তুলতে পারো তাই না ? ফটো তুলতে জানো তো ? নিজের অথবা অন্যদের ? নিজের ফটো তুলতে পারো কি ? তো আজ সবার ফটো বতনে দৃশ্যমান ছিল। কত বড় ক্যামেরা হতে পারে! শুধুমাত্র তোমাদের নয় , সব ব্রাহ্মণদের ফটো ছিল। মালার শৃঙ্গার দেখতে দেখতে কোনো কোনো বাচ্চাদের বিশেষত্ব কি দেখা গেল - প্রত্যেকটি গুণ হীরের মত ভ্যারাইটি রূপ ও রঙের ছিল। বিশেষ চার প্রকারের রঙ ছিল , যার মধ্যে মুখ্য চারটি সাব্জেক্টের চারটি রঙ ছিল। সাব্জেক্ট কি জানো তো ? জ্ঞান - যোগ - ধারণা - সেবা ।

জ্ঞান স্বরূপের চিহ্ন কি রঙের হবে ? *জ্ঞান-স্বরূপের* *চিহ্ন* - সোনালী রঙের (গোল্ডেন কালার) যা হাল্কা গোল্ডেন কালারের হওয়ার জন্যে ঐ একটি হীরায় সব রঙ দেখা যাচ্ছিল । একটি হীরে থেকেই বিভিন্ন রঙের কিরণ ঝলমল করছিল । দূর থেকে এমন অনুভব হবে যেন সূর্য ঝলমল করছে, আর এ হল তার চেয়েও সুন্দর সূর্য। কেননা সব রঙের কিরণ দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল । চিত্রটা চোখের সামনে ভাসছে তাই না! কেমন চকমক করছে হীরা ?

স্মরণের *চিহ্ন* - এতো খুবই সহজ তাই না ? স্মরণে বসে এখানেও কি করো ? লাল রঙ । কিন্তু এই লাল রঙেও গোল্ডেন রঙ মেশানো, তোমাদের এই দুনিয়ায় ঐ রঙ নেই । বলতে হলে লাল রঙই বলা হবে।

ধারণার *চিহ্ন* - সাদা রঙ কিন্তু সেই সাদা রঙেও যেমন চাঁদের আলোয় সোনালী রঙ মেশানো হলে বা চাঁদের আলোয় হাল্কা হলুদ রঙ অ্যাড করা হলে চাঁদের আলো দেখা দেবে কিন্তু হাল্কা সোনালী মিশ্রিত হওয়ার কারণে তার চমক আরও সুন্দর হয়। এখানে সেই রঙ বানানো যাবে

না, কারণ সেসব আরও উজ্জ্বল চমকপ্রদ রঙ । যতই ট্রায়াল করো বতনের রঙ এখানে আসবে কোথা থেকে?

সেবার *চিহ্ন* - সবুজ রঙ । সেবায় চারিদিক সবুজের ছোঁয়া লাগিয়ে দাও কিনা। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করো।

তাহলে এখন শুনলে তো চারটি রঙ হল কি কি ? এই চারটি রঙের হীরের মালা সবার গলায় ছিল। এতে ভিন্ন সাইজ আর উজ্জ্বলতায় তফাত ছিল। কারও জ্ঞান-স্বরূপের মালা বড় ছিল , তো কারও স্মরণ - স্বরূপের মালা বড় ছিল আবার কারও চারটি মালায় একটুখানি প্রভেদ ছিল। যাদের চারটি রঙের অনেক মালা ছিল - তারা নিশ্চয় কত সুন্দর দেখতে লাগছিল ? তো বাপদাদা সবার রেজাল্ট মালার রূপে দেখছিলেন। দূর থেকে হীরের মত উজ্জ্বল চমক যেন টুনি বাল্বের লাইন - এইরূপ ছিল সেই চিত্র । এবারে এই চিত্র দ্বারা রেজাল্ট দেখে ব্রহ্মাবাবা বললেন - " সময়ের গতি অনুসারে সব বাচ্চাদের শৃঙ্গার সম্পন্ন হয়েছে কি ?" কারণ রেজাল্টে তফাত ছিল। তাহলে এই তফাত সমাপ্ত করবে কিভাবে ? ব্রহ্মাবাবা বললেন - বাচ্চারা পরিশ্রম তো অনেক করে । পরিশ্রমের সাথে তাদের ইচ্ছাও আছে , তারা সঙ্কল্পও করে তাহলে বাকি কি থাকল ? জানো তো সবই তাই না ! নলেজফুল তো হয়েইছো । তবে বলো তফাতটা কি রয়েছে , যার ফলে কারও নেকলেসের মতন, কারও লম্বা পায়ের কাছে লুটোচ্ছে , তাও অনেক মালা ? একই কথা শুনছো এবং শোনাচ্ছো , বিধিও এক আর বিধাতাও হল এক , বিধান হল এক , তাহলে কি তফাত বাকি রইল ? সঙ্কল্পও এক, সংসারও হল এক ? তাহলে তফাত কেন ?

ব্রহ্মাবাবা আজ বাচ্চাদের প্রতি অশেষ স্নেহ অনুভব করছিলেন । সব চিত্র গুলিকে সম্পন্ন করতে তীব্র উদ্দীপনার অনুভব করছিলেন যে সবাইকে অতি শীঘ্র মালায় স্থান দেবেন। বাবা তো সাজিয়েও দেবেন কিন্তু ধারণ করার সামর্থ্যও চাই। সামলে রাখার সামর্থ্যও চাই। তো ব্রহ্মাবাবা , শিববাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন - কিরকম হল ? বাচ্চারা সঙ্গে যেতে সম্পূর্ণ রূপে সেজে উঠছে না কেন ? সাথে তো সেজেগুজেই যাবে তাই না! কারণ কি ? শিববাবা বললেন - তফাত হল খুবই ছোট। সবাই ভাবে সবাই করে কিন্তু কেউ আছে যাদের ভাবা এবং করা এক সময়েই হয় অর্থাৎ ভাবল-করল এক সাথে, তাই তারা সম্পন্ন হয়। আর কেউ আছে যারা ভাবছে এবং করছে কিন্তু ভাবা আর করার মধ্যে মার্জিন রয়ে যায়। ভাবনা খুবই ভাল কিন্তু করতে একটু সময় লাগে । সেই সময়ে না করার ফলে সঙ্কল্পের সেই সময়কার তীব্রতা , উল্লাস, উৎসাহ সেসবের পার্সেন্টেজে ঘাটতি পড়ে যায় । যেমন গরম খাবার ঠান্ডা খাবারের অনুভব আলাদা হয়ে যায় তাই না! তরতাজা খাবারের শক্তি এবং রেখে দেওয়া খাবারের শক্তিতে তফাত হয় কিনা। খাবার যতই ভাল হোক না কেন কিন্তু রাখা থাকলে তার রেজাল্ট সেইরকম হয় না । তেমনই যে সঙ্কল্প করা হয় তা যদি তৎক্ষণাত প্র্যাক্টিকালে পরিণত করা হয় তার রেজাল্ট , আর আজকের নেওয়া সঙ্কল্প প্র্যাক্টিকালে পরে পরিণত করা হয়-- তবে তার রেজাল্টে তফাত হয়েই যায়। মাঝখানে সময়ের মার্জিন থাকার জন্যে। এক তো সবার পার্সেন্টেজ কমই রয়েছে । যেমন তাজা খাবারের ভিটামিনে তফাত হয়। দ্বিতীয় - মার্জিন হওয়ার জন্যে সমস্যা রূপী বিঘ্নও এসে পড়ে তাই ভাবা আর করা একসাথেই হোক। একেই বলা হয় - "তৎক্ষণাত দান হল মহাপুণ্য । " না হলে মহাপুণ্যের স্থানে পুণ্য রয়ে যায়। তাহলে তফাত হল কিনা ? মহাপুণ্যের ফল প্রাপ্তি এবং পুণ্যের ফল প্রাপ্তিতে তফাত হয়ে যায় তাইনা ।

বুঝলে কারণ কি ? কারণ তো খুবই ছোটো। প্র্যাক্টিকালেও করো শুধুমাত্র 'এখন' এর বদলে ' কখন' শব্দ ব্যবহার করো তাই পরিশ্রম বেশী করতে হয়। তো ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের বললেন এখন এই কারণের নিবারণ করো। শুনলে আজকের কাহিনী । দুই বাবার মধ্যের কাহিনী । এবারে কি করণীয় ? নিবারণ করো। নিবারণ করাই নির্মাণ করা হবে। তাহলে স্ব-রূপের নব-নির্মাণ এবং বিশ্ব রূপের নব-নির্মাণ । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা সাজ-সজ্জায় সম্পূর্ণ , ভাবা এবং করায় সমান থাকতে পারে যে, সর্বদা বাবার সমান তৎক্ষণাত দানী মহাপুণ্য আত্মারা , দুই পিতার শুভ ইচ্ছা পূর্ণকারী সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে*

সেবাধারী অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত সেবার স্টেজেই থাক। যদি আরামও করো তবুও স্টেজেই রয়েছ, স্টেজেও শোওয়ার পার্ট প্লে করা হয় কিনা, সবার দৃষ্টি তার দিকেই থাকে যে কিভাবে শুয়ে আছে , ঠিক সেইরকমই সেবাধারী অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা স্টেজে পার্টধারী । তার প্রতিটি পদক্ষেপ , প্রতিটি সেকেন্ড সমগ্র বিশ্বের সামনে থাকে, সেবাধারী সর্বদা হিরো পার্টধারী ভেবে চলে , সেন্টারে নয় কিন্তু স্টেজে বসে রয়েছ , বিশ্বের স্টেজে । তাহলে এতটাই অ্যাটেনশান থাকলে প্রতিটি সঙ্কল্প এবং কর্ম স্বত:তই শ্রেষ্ঠ হবে তাইনা ! ন্যাচারাল অ্যাটেনশান হবে। অ্যাটেনশান দিতে হবেনা কিন্তু থাকবে কারণ স্টেজে রয়েছ কিনা । আর সর্বদা নিজেকে পূজ্য আত্মা স্বরূপ ভাবো কারণ পূজ্য আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা । কল্প-কল্প পূজ্য তোমরা। পূজ্য স্বরূপ ভাবলে সঙ্কল্প এবং স্বপ্নও সদা পবিত্র হবে। তাহলে এইরূপ নেশা কি থাকে? এমনিতেও সেবাধারীরা মেজরিটি তো কুমারী । কুমারী এখানে ডবল কুমারী হয়ে গেছে, ব্রহ্মাকুমারী এবং কুমারীও। তাহলে কত মহান হয়ে গেল। কুমারীদের এখন অন্তিম ৮৪তম জন্মেও চরণ-পূজো হচ্ছে । তবে এত পবিত্র হয়েছ যে এত পূজো হচ্ছে । কুমারীদের কখনও মাথা নোয়াতে দেওয়া হয়না । বরং তাদের চরণে সবাই মাথা নোয়ায়। তো কারা সেই কুমারীরা ? ব্রহ্মাকুমারী তাই না! তাহলে সেবাধারী হল এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা । কাদের পূজো হচ্ছে ? তোমাদের । গায়নও আছে তাইনা - পূজো হয় ঘরে-ঘরে..... সেইজন্য বলো আমাদের পূজো হয়। বাপদাদাও দেখ নমস্কার জানান তাই না ! এতই পূজ্য যে বাবাও নমস্কার করেন । এই স্মৃতি স্বরূপে থাকলে সর্বদা বৃদ্ধি হতেই থাকবে। নিজেরও এবং সেবায়ও। সব বিঘ্ন শেষ হয়ে যাবে। এই স্মৃতিতে সব বিশেষত্বই ভরা রয়েছে । আচ্ছা ।

পার্টিদের *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাৎকার*

১. *জীবনের* *অনেক* *সমস্যার* *নিবারণ* - *তীর্থ* *স্থানের* *স্মৃতি*

ভাগ্য বিধাতার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে যাওয়াও বড় ভাগ্যের বিষয় । এই স্থান কোনো খালি স্থান নয় , এ হল মহান তীর্থ স্থান। এমনিতেও ভক্তিমার্গে মান্যতা রয়েছে যে তীর্থ স্থানে গেলে পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু কবে হয় , কিভাবে হয় সেসব কেউ জানেনা । এই সময় তোমরা অনুভব করছো যে মহান তীর্থ স্থানে গেলেই পুণ্যাত্মায় পরিণত হওয়া যায়। এই তীর্থ স্থানের স্মৃতি জীবনের অনেক সমস্যা থেকে পারে নিয়ে যাবে। এই স্মৃতিই তাবিজের কাজ দেবে। যখন স্মরণ করবে তখনই

এখানকার পরিবেশের শান্তি এবং সুখ তোমার জীবনে ইমার্জ হয়ে যাবে। তাহলে তো পুণ্যাত্মা হয়েছ । এই ভূমিতে আসাও ভাগ্যের বিষয় তাই তোমরা হলে অনেক অনেক ভাগ্যশালী । এবারে ভাগ্যশালী তো হয়েছ কিন্তু সৌভাগ্যশালী স্বরূপ প্রাপ্ত করা অথবা পদমাপদম ভাগ্যশালী - সে তো তোমাদের উপরে নির্ভর করছে । বাবা ভাগ্যশালী রূপে পরিণত করেছেন , এই ভাগ্য প্রতি সময় অসময়ে সহযোগ প্রদান করবে। কোনো রকম পরিস্থিতিতে বুদ্ধি দ্বারা মধুবনে পৌঁছে যেও। তবেই সুখ এবং শান্তির দোলনায় ঝুলে থাকার অনুভব করবে। আচ্ছা ।

২. *স্বদর্শন* *চক্রধারী* *স্বরূপের* *চিহ্ন* *হল* *- *সফলতা* *স্বরূপ* *হওয়া* সবাই নিজেকে স্বদর্শন চক্রধারী ভাবো কি ? বাবার যত মহিমা রয়েছে , সেই মহিমা স্বরূপ হয়েছ কি ? যেমন বাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে এখনও গায়ন রয়েছে তেমনই তোমার প্রতিটি কর্ম চরিত্র সম হয়েছে কি ? এমন চরিত্রবান হয়েছ কি ? কখনও সাধারণ কর্ম হয় না তো ? যে আত্মা বাবা সম স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপে পরিণত হয়েছে , তার দ্বারা কখনও কোনো রকম সাধারণ কর্ম হতে পারেনা। যা কিছু কাজ করবে তাতে সফলতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে । সফল হবে কি হবেনা , এই সঙ্কল্পও উঠবেনা। নিশ্চয় থাকবে সফল তো হতেই হবে। স্বদর্শন চক্রধারী সদা মায়াজিত হবে। মায়াজিত হওয়ার দরুন সফলতামূর্ত হবে। আর যে সফলতামূর্ত হবে সে সর্বদা প্রতি পদে পদমাপদমপতি হবে। এমনই পদমাপদমপতি অনুভব করো কি ? এত উপার্জন করেছ কি যা ২১ জন্ম নিরন্তর চলবে ? সূর্য্যবংশী অর্থাৎ ২১ জন্মের জন্যে যে জমা করে নেয়। তো সর্বদা প্রতি সেকেন্ডে জমা করতে থাকো । আচ্ছা ।

৩ *চৈতন্য* *দীপমালার* *দীপবৃন্দের* *কর্তব্য* *হল* *-* *অন্ধকারকে* *আলোকিত* *করা*

নিজেকে সর্বদা জাগ্রত দীপ সম ভাবো কি? তুমি হলে বিশ্বের প্রদীপ অবিনাশী প্রদীপ যার স্মৃতিচিহ্ন রূপে এখনো দীপমালা পালিত হয়। তাহলে এই নিশ্চয় এবং নেশা থাকে কি যে আমরা হলাম দীপমালার প্রদীপ ? এখনও পর্যন্ত তোমাদের মালা কত স্মরণ করছে সবাই ? কেন করছে ? কারণ অন্ধকার দূর করে উজালাতো তোমরাই করো তাইনা। নিজেকে এমন সর্বদা জাগ্রত দীপ অনুভব করো । টিমটিম করে এমনটি নয়। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সর্বদা একরস , অখন্ড জ্যোতি সম জাগ্রত দীপ। এমন দীপবৃন্দকে বিশ্বও নমন করে এবং বাবাও এমন দীপের সঙ্গে থাকেন। টিমটিম করে যে দীপ তার সঙ্গে থাকেননা। বাবা সম সর্বদা জাগ্রত জ্যোতি , অখন্ড জ্যোতি , অমর জ্যোতি স্বরূপ বাচ্চারাও হল সর্বদা অমরজ্যোতি। অমরজ্যোতি রূপে তোমাদের স্মৃতিচিন্হ রয়েছে । চৈতন্য রূপে বসে নিজের সকল জড় স্মৃতিচিন্হ গুলিকে দেখছ তো । এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। আচ্ছা ।

বরদান :- অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সময় এবং সংকল্পের সেভিংস করে এমন বিঘ্ন-জিৎ ভব ।

যে কোনো নতুন পাওয়ারফুল ইনভেনশান আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে করা হয়। তুমিও যত অন্তর্মুখী অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড থাকবে ততই পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত থাকবে, মননশক্তি বাড়বে আর মায়ার

বিঘ্ন থেকেও সেফ হয়ে যাবে। বহির্মুখিতায় থেকেও অন্তর্মুখ , হর্ষিতমুখ, আকর্ষণমূর্ত থাকো, কর্ম করতে করতে এই প্র্যাক্টিস করো যাতে সময় বাঁচবে আর সফলতাও বেশী অনুভব করবে।

স্লোগান :- শারীরিক অসুস্থতায় ঘাবড়াবে না , তাকে ঔষধি রূপী ফ্রুট খাইয়ে বিদায় করে দাও।